মৎস্য অধিদপ্তর
ও
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এর মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের নানাবিধ অবকাঠামো উন্নয়নের ব্যাপক কর্মকান্ডের পাশাপাশি পল্লী এলাকায় জনগণের আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো, পানি সম্পদ ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত। এ ধরনের গ্রামীণ প্রকল্পসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প, রাবার ড্যামের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ প্রকল্প, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় সরকারের পানি নীতি ও অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার আলোকে পল্লী এলাকায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং পানি সম্পদের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র দূরীকরণ তথা আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় পানি সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণকারী অবকাঠামো তৈরীর ফলে মৎস্য চলাচল ব্যাহত ও মৎস্য চারণ ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় মৎস্য উৎপাদন হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে খাল খননের ফলে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রণযোগ্য জলাশয় সমূহে মৎস্য উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সব জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে সহায়তাদানের বিশেষ কর্মসূচী রয়েছে এ প্রকল্পে।

মৎস্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এলাকাসমূহে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে, মৎস্য চাষী ও তাদের প্রতিনিধিত্বে গঠিত সংগঠন বা সমিতিকে মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উন্নত মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তর ও মাঠ পর্যায়ে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণসহ মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছে। বিশেষ করে ১৯৯৭ সাল থেকে দেশের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ৩৭ টি জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত ২৮০ টি উপ-প্রকল্পে মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর এর উপজেলা ও জেলা কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করণে মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের এই যৌথ ভূমিকা নতুন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়ন অনেক সহজতর করছে। এই সমস্ত মৎস্য কার্যক্রম আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে ১৯৯৭ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এর মেয়াদ গত ১২ই এপ্রিল ২০০২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প এলাকা সমূহে মৎস্য অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০০২ সাল থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশব্যাপি আরও প্রায় ৩০০টি উপ-প্রকল্প সহ আগামীতে বাস্তবায়িতব্য উপ-প্রকল্প এলাকায় সম্ভাব্য মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম আয়োজন ও মাছ চাষে আগ্রহী সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার লক্ষ্যে পুনরায় এই সমঝোতা স্মারক করা প্রয়োজন।

সমঝোতা স্মারক

এই সমঝোতা স্মারক ২৪ শে নভেম্বর ২০০২ তারিখে নিম্নলিখিত দুটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এবং মধ্যে স্বাক্ষরিত হল:

মৎস্য অধিদপ্তর (পরবর্তীতে "ডিওএফ" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এই সমঝোতা স্মারকে এই প্রতিষ্ঠানের মহা-পরিচালক জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব

এবং

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (পরবর্তীতে "এলজিইডি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) গ্রামীণ অবকাঠামো এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন ও পানি সেচ উন্নয়নে নিয়োজিত এবং এই সমঝোতা স্মারকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব।

প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে,

যেহেতু

- 'ডিওএফ' এর দায়িত্ব হল, আভ্যন্তরীন ও সামুদ্রিক মাৎস্য সম্পদের যথাযথ ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের পুষ্ঠির অভাব পুরণ করা, দারিদ্র বিমোচন, বৈদেশিক মূদ্রা অর্জন ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

- এলজিইডি'র দায়িত্ব হল গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধি, গ্রোথ সেন্টার বা হাট বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে ও পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নতকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরী করা।

- ডিওএফ ও এলজিইডি দেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে যৌথভাবে আগ্রহান্বিত, উভয়ে এলজিইডি কর্তৃক প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম আয়োজনে সহায়তা করবে।

সেহেতু, উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ডিওএফ ও এলজিইডি পারস্পারিকভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হলো:

১. সহযোগিতা প্রদান

ডিওএফ ও এলজিইডি'র মধ্যে কারিগরী সহযোগিতা কার্যক্রমে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

ক) তথ্য ও প্রকাশনা বিনিময়;
খ) মৎস্য সেক্টরে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কার্যক্রম আয়োজন;
গ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আওতায় এবং এলজিইডি'র অনুরোধে কারিগরী পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান।

২. শর্ত

এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কোন কারণে বাতিল না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উভয় পক্ষই লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবেন। তবে নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ১৮০ দিন পর্যন্ত সমঝোতা স্মারকের কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে।

৩. **এলজিইডি'র দায়িত্বসমূহ:**

১. এলজিইডি ও এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ডিওএফকে বিধি সম্মত উপায়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

২. এলজিইডি প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় আয়োজিত মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করবে।

৩. এলজিইডি প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প চলাকালিন সময়ে মৎস্য প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপের সকল প্রকার সহায়তা ও ভৌত ব্যবস্থার আয়োজন করবে।

৪. এলজিইডি প্রকল্প চলাকালিন প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের ব্যয় বহন করবে।

৫. এলজিইডি প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ডিওএফকে সরবরাহ করবে।

৬. এলজিইডি ডিওএফ'র সাথে ঘনিষ্ট ও কার্যকরী সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য সম্প্রসারন কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. **ডিওএফ'র দায়িত্বসমূহ**

১. ডিওএফ উপজেলা ও জেলা পর্যায় কর্মকর্তা ও কর্মীদের মাধ্যমে এলজিইডি'র প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের আওতায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রিকোনায়সেন্স বা প্রাথমিক জরীপ, প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, মাছ চাষে আগ্রহী সুফলভোগীদের চাহিদা নির্ণয় ও যাচাই, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা নিরুপন, মাছ উৎপাদন উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে এবং ডিওএফ তাদের নিজস্ব সম্প্রসারণ কার্যক্রমে যথাসম্ভব প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পের সুফলভোগীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

২. ডিওএফ এলজিইডি'র প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প এলাকায় মাছ চাষের নিমিত্তে প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প অভ্যন্তরস্থ জলাশয়ে মাছের আঙ্গুঁলে পোনা মজুদ, অভয়াশ্রম, আতুর পুকুর, হ্যাচারী ও ব্রুড ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহযোগীতা প্রদান করবে।

৩. ডিওএফ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় উপজেলা ও জেলা পর্যায় এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দকে তথা মৎস্যজীবী/ মাছ চাষে আগ্রহী সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের সভায় প্রশিক্ষক হিসেবে সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

৪. ডিওএফ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় সুফলভোগীদের অংশীদারিত্বমূলক অংশগ্রহণে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য সংরক্ষণ আইন, জলাভূমি সম্পদ সংরক্ষণ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে স্থানীয় মৎস্যজীবি/জেলে সম্প্রদায়সহ সম্পৃক্ত জনগণকে সচেতন করার কাজে সহায়তা করবে।

৫. ডিওএফ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, এলজিইডি ও প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মীদের মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম আয়োজন ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা পলিসি (Policy) বাস্তবায়ন এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সম্প্রাসরণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা যাচাই সম্পর্কে উপজেলা ও জেলা পর্যায় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করবে।

৬.	ডিওএফ প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প এলাকায় জলমহাল, পুকুর, বিল ও প্লাবন ভূমিতে দু:স্থ মহিলা ও পুরুষ পাবসস সদস্যদেরকে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য কারিগরী সহযোগীতা প্রদান ও পরামর্শ প্রদান করবে।

৭.	ডিওএফ প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রকৃত জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য মাছ উৎপাদন ভিত্তিক কর্মসূচী প্রণয়নে কারিগরী সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করবে।

৮.	ডিওএফ, প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে প্রাকৃতিক মাছ উৎপাদনের উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে, সেই ক্ষতিপূরণের জন্য চাষভিত্তিক মৎস্য কর্মসূচী সম্পর্কে পরামর্শ ও কারিগরী সহযোগীতা প্রদান করবে।

৯.	ডিওএফ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত না করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

১০.	ডিওএফ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত প্রকৃত জেলে সনাক্তকরনে ও তাদের তালিকাভূক্ত করনে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করবে।

১১.	ডিওএফ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় মাছ উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলী/প্রতিবেদন উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় পেশ/আলোচনা করবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর এবং অনুলিপি এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করবে।

১২.	ডিওএফ প্রকল্পে নিয়োজিত জনবলের সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশাবলী অনুসরণে পাবসসকে প্রকল্প/উপ-প্রকল্পে মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং মাঠ পর্যায়ের মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা প্রদানসহ মৎস্য গুরুত্বপূর্ণ উপ-প্রকল্প নির্বাচনে সহায়তা প্রদান করবে।

১৩.	ডিওএফ নতুন মৎস্য ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণে প্রয়োজনীয় বিধি বিধান প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ডিওএফ ও এলজিইডি এই স্মারকের শুরুতে উল্লিখিত তারিখে স্বাক্ষর প্রদানে সম্মত হলো।

মৎস্য অধিদপ্তর
(ডিওএফ)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
(এলজিইডি)

Government of the People's Republic of Bangladesh
LGED Bhaban
Agargaon, Dhaka.
Local Government Engineering Department

স্বাক্ষর:

28/10/2002

(মোঃ নাসিরউদ্দিন আহম্মেদ)
মহা-পরিচালক

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহম্মেদ)
মহাপরিচালক (চঃ দাঃ)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ,
ঢাকা।

স্বাক্ষর:

28/10/02

(মোঃ শহীদুল হাসান)
প্রধান প্রকৌশলী

DAM:>Fish-MOU.Doc